দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... APR. 19.2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

46

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সে ভর্তির ফরমে জালিয়াতি তদন্তে কমিটি গঠন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির ফরম ব্যাপকভাবে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে এ বছর ১৮টি

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের

(৩য় পৃঃ পর)

বিভাগের জন্য মোট ৩৬ হাজার ৪৭টি ফরম অগ্রণী ব্যাংকের ক্যাম্পাসস্থ এবং কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহর শাখার মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। তবে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ফরম জমাদানের শেষ তারিখে হিসাব করিয়া দেখা যায়, বিক্রয়ের চাইতে ৯৭টি ফরম বেশী জমা পড়িয়াছে। উহা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ ফরম জালিয়াতি হইয়াছে সন্দেহ করিয়া যাচাই করিয়া অসংখ্য জাল ফরম বাহির করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রশাসনের একটি দুর্নীতিবাজ প্রভাবশালীমহলের চাপে গত এক মাস যাবৎ ইহা চাপা দিয়া রাখা হয়। এই ঘটনা জানাজানি হইলে ভিসি প্রফেসর কায়েস উদ্দিন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ আশরাফ আলীকে আহ্বায়ক করিয়া পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে। এবারের অনার্সের লিখিত ভর্তি পরীক্ষা গত ২৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সোমবার পর্যন্ত ১৮টির মধ্যে ১৭টি বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় ফরম জালিয়াতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎকন্ঠা ও হতাশা দেখা দিয়াছে। তাহারা ফরম যাচাই করিয়া আবেদন করে নাই বিধায় কাহার ফরম সঠিক তাহা জানে না। কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়াছে, জাল ফরমে আবেদন করিয়া উত্তীর্ণদের ফলাফল বাতিল করা হইবে। ইহা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভরশীল।

এদিকে কর্তৃপক্ষ ফরম জালিয়াতির তদন্ত কার্যক্রম শেষ হওয়ার পূর্বে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করায় বিষয়টি নিয়া নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। এই বছর ক্যাম্পাসস্থ নিজস্ব প্রেসে উক্ত ফরম ছাপানো হইয়াছে। এখান হইতে কোন অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে কিনা তদন্ত কমিটি তাহা যাচাই করিবে।

গত তিন বছর ধরিয়া ফরম জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। গত বছরের ১২ মার্চ পুলিশ ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালে কুষ্টিয়া শহরস্থ পপুলার প্রিন্টিং প্রেস হইতে এক হাজার জাল ভর্তি ফরমসহ প্রেসের চারজন কর্মচারীকে আটক করে। এই ঘটনার খবর প্রথম ইত্তেফাকে প্রকাশ হইবার পর বিভিন্ন মহল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ভর্তি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ভর্তি ফরম জালিয়াতির ঘটনা অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন।